www.dailyasianage.com

THE ASIAN AGE

CITY EDITION

your access to information

Date:03-06-2016 Page: 01, Col 8 Size:2.5 Col*Inc

REACTIONS

'In Bangladesh, if the government wants to increase its income, it has to raise income from taxes'

-Dr Debapriya Bhattacharya, CPD Fellow

আমাদের অর্থনীতি
Date:03-06-2016 Page 01, Col 6 Size:5 Col* Inc

অর্থমন্ত্রীর নেওয়া পদক্ষেপ যৌক্তিক

– দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক : বাজেটে দেশের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে অর্থমন্ত্রীর নেওয়া পদক্ষেপকে যৌক্তিক বললেও সমস্যা সমাধানে দেওয়া নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিপিডি কার্যালয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে দেওয়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সংস্থাটির এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

অর্থমন্ত্রীর নেওয়া পদক্ষেপ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য একথা বলেন। প্রস্তাবিত বাজেটকে শিল্পবান্ধব উল্লেখ করে স্বাগত জানিয়েছে ব্যবসায়ী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)। সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের বক্তৃতা পরবর্তী দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনটি এ মন্তব্য করে। ডিসিসিআইর মতে, প্রস্তাবিত বাজেট ক্ষুদ্র ও মধ্যম সারির ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে। তবে বাজেটের আকার বড় হলেও শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত ছিল। আমাদের সময় ডটকম

আমাদের সময়
Date:03-06-2016 Page 02, Col 6 Size: 4 col*inc

বাজেট বাস্তবায়নের কৌশল সংশয়পূর্ণ

–ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নে যে কৌশল ধরা হয়েছে, তা সংশয়পূর্ণ বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গতকাল রাজধানীর ধানমণ্ডিতে সংস্থাটির পক্ষে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দুই শতাংশ বাড়তি আয় ও বাড়তি ব্যয় কোথায় হবে তা স্পষ্ট নয়।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, যে কৌশলে এবারের বাজেট বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে এবং সেই কৌশল দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরে যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দরকার, সেগুলোর ব্যাপারে ওনার (অর্থমন্ত্রী) যেটুকু চিন্তাভাবনা দরকার, এ নিয়ে আমরা সংশয় প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে দুরবস্থা চলছে। যারা আমাদের টাকা নিয়ে শোধ করেনি, তাদের সেই টাকা পূরণে নির্ভর করতে হবে ট্যাক্সের ওপর। আরও ট্যাক্স দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে আমাদের। আমরা কেন সেই ট্যাক্স দেব? এটিও এই বাজেটের একটি সমস্যা বলে মনে করেন ড. দেবপ্রিয়।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date 03-06-2016 Page 01, Col 1 Size: 19 Col*Inc

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ ও সক্ষমতা অর্জনই বড় চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সুদ দিতে আরও বেশি সরকারের খরচ বৃদ্ধি পাওয়া বড় দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন দেশের থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক খ্যাত বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। অন্যদিকে শিক্ষা, রেল-যোগাযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক মনে করছেন এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাস্তবায়নের কৌশল

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] এই অর্থনীতিবিদ। গতকাল জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বাজেট প্রস্তাব পেশের পর প্রাথমিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অর্থনীতির গভীর বিশ্লেষক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জিডিপির অঙ্ক যে ২ শতাংশ বৃদ্ধি হবে এর বড় অংশ যাবে অনুন্নয়ন ব্যয়ে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তুলনামূলক কম বাড়বে। এই ব্যয়ের একটা বড় অংশ সুদ হিসেবে সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। আগে বাংলাদেশকে বেশি সুদ দিতে হতো বৈদেশিক সাহায্যের জন্য। এখন সুদ বেশি দিতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য। আগামী অর্থবছরে সুদ আরও বেশি বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ব্যয়ের খাত হিসেবে এটা বড় দুর্বলতা বা অশনিসংকেত হিসেবে দেখছি।' দেশের এই বিশিষ্ট নাগরিক শিক্ষা, রেল-যোগাযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় সরকারকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'আমরা খুব খুশি হয়েছি। শিক্ষা খাতে সরকার প্রতিশ্রুত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় ব্যয় রেলে দরকার। এবার সরকার রেলের উন্নয়নে ব্যয় বাড়িয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গরিব-দুস্থ মানুষের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই তিন খাতে সরকারের ব্যয় বাড়ানোকে আমরা সমর্থন জানাই।' বাজেটে আর্থিক পদক্ষেপ প্রসঙ্গে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকার একটা স্থিতিশীল করনীতিতে আছে। করমুক্ত আয়সীমা, ন্যূনতম করহারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এমনকি শিল্প খাতের করপোরেট করের ক্ষেত্রেও তেমন বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি। সরকার একটা স্থিতিশীল করনীতিতে আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের টার্নওভার কর বাড়ানো সঠিক বলে মনে করেন এই নীতি বিশ্লেষক। ড. দেবপ্রিয় মনে করেন, 'অর্থনীতির সক্ষমতা ও কৌশলে একটা বড় সংস্কার লাগবে। ব্যাংকিং খাতে সংকট চলছে। সেখানে আবারও ২ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যারা টাকা নিয়ে টাকা শোধ দিল না, তাদের চুরি করা অর্থ শোধ করতে করদাতাদের জরিমানা দিতে হবে। আমরা কেন সেই টাকা কর হিসেবে দেব!' তার দাবি, কৃষিতে বরাদ্দ বাড়েনি। কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। এজন্য একটা কৃষি ন্যায্যমূল্য কমিশন গঠন করা দরকার। এ সংস্কার ব্যতিরেকে সে কৌশলে সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে বোঝা গেল, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল যে সমস্যা আছে, সেগুলোর বিষয়ে তিনি (অর্থমন্ত্রী) অবহিত। তিনি বলেন, 'আমিও তার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি। বাজেটের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় অর্থমন্ত্রীর চিন্তা গ্রহণযোগ্য। তবে মূল সমস্যা চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তবায়নের কৌশল ও এর সক্ষমতা নিয়ে। যে কৌশলের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়ন হবে, সেই পথ অর্থমন্ত্রী দেখালেন না। এটা একটা চিন্তার বিষয়। তবে অর্থমন্ত্রী শিক্ষা বাজেট ও উৎপাদনশীলতা নিয়ে যে নির্দেশিকা দিয়েছেন, তাতে স্বাগত জানাই।' এই অর্থনীতি বিশ্লেষক বলেন, 'সামষ্টিক অর্থনীতিতে ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রয়োজন মনে করি। তবে প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল ও সক্ষমতা আমার কাছে চিন্তার বিষয়। কারণ গত দুই বছরে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে পতন হয়েছে। আগামী বছর বাড়তি ৮০ হাজার কোটি টাকা ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ দরকার। ব্যক্তি খাতে কীভাবে এই বাড়তি টাকা আসবে, তা এখন বড় বিবেচ্য বিষয়।' বাজেটের আর্থিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে ড. দেবপ্রিয় বলেন, 'আগামী অর্থবছরে জিডিপির অংশ হিসেবে ২ শতাংশ আয় বাড়তে হবে। আবার ২ শতাংশ ব্যয়ও বাড়বে। এই ২ শতাংশ কোথা থেকে আসবে। এটা আলোচনার বিষয়। তবে বাংলাদেশে আয় বাড়াতে হলে আয়কর দিয়েই বাড়ানো উচিত। যার সক্ষমতা যত বেশি, তাকে তত বেশি কর দিতে হবে। দ্বিতীয় বড় আয় আসবে ভ্যাট থেকে। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন এ বছর স্থগিত করা হয়েছে এক বছরের জন্য। এটা সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ সরকার ও ব্যবসায়ীরা কেউ নতুন আইন বাস্তবায়নে প্রস্তুত নয়। তবে এ বছর যেন প্রস্তুতির জন্য ভালোভাবে ব্যয় করা হয়। এটা এখন বড় বিষয়।' অর্থনীতিবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক এই সাধারণ সম্পাদকের মতে, বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা দিয়ে ধনী-গরিবের ব্যবধান কিছুটা কমাতে পারলে তা হবে বড় বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বাজেটে সারচার্জ পরিবর্তনের পদক্ষেপ সঠিক। এতে সম্পদশালীরা বেশি কর দেবেন বলে মনে করেন এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ।

দৈনিক ইনকিলাব
Date:03-06-2016 Page: 01 Col:02 Size:09 Col*Inc

বাস্তবায়নের পথ দেখাননি
–ড. দেবপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার

সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টচার্য বলেছেন, অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে সব প্রস্তাবনা করেছেন, তাতে আমাদের দ্বিমত নেই। কিন্তু তিনি কোন পথে এ বাজেট বাস্তবায়ন করবেন সে পথ দেখাননি। পথ দেখানো জরুরি ছিল। গতকাল জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজস্ব আদায়ের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে জাতীয় পৃঃ ২ কঃ ৩

বাস্তবায়নের পথ দেখাননি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংসদে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের এটা তৃতীয় বাজেট। ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত এ বাজেটের প্রায় ২৯ শতাংশই ঘাটতি এবং ঋণনির্ভর। বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা। এ নিয়ে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেটে যে সব বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে ভাল, মানুষ উপকার পাবে। তবে কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে তা নিয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে। কারণ বিশাল ঘাটতি বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা কতটুকু রয়েছে তা দেখতে হবে। কিভাবে এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি মেটানো হবে। খাত ওয়ারি দেখলে দেখা যাবে বাজেট বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সম্পর্কে কোনো পথ দেখাননি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। উন্নয়নের জন্য বড় বাজেট দরকার। কিন্তু সে বাজেট দিলেই হবে না; বাস্তবায়নের পথ জানা থাকা চাই।

যুগান্তর
Date 03-06-2016 Page 16, Col 1 Size: 5 col*inc

বাজেট বাস্তবায়নের কৌশলে সংশয় রয়েছে : সিপিডি

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলেছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নে যে কৌশল ধরা হয়েছে তা সংশয়পূর্ণ। বৃহস্পতিবার ধানমণ্ডিতে সিপিডির পক্ষে তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়ায় সংস্থাটির সম্মানীত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দুই শতাংশ বাড়তি আয় ও বাড়তি ব্যয় কোথায় হবে তা স্পষ্ট নয়। বাজেট প্রতিক্রিয়ায় ড. দেবপ্রিয় আরও বলেন, যে কৌশলে এটি বাস্তবায়িত হবে এবং সেই কৌশলকে কার্যকর করার জন্য, দক্ষতার সঙ্গে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দরকার পড়ে, সেগুলোর ব্যাপারে উনার (অর্থমন্ত্রী) চিন্তাভাবনা যেটুকু দরকার সেখানে আমরা সংশয় প্রকাশ করছি।

দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে যে দুরাবস্থা চলছে, যারা টাকা নিয়ে আমাদের টাকা শোধ দিল না, তাদের সেই লাভের টাকা পূরণ করার জন্য এখন ট্যাক্সের টাকা লোকসানে যেতে হবে এবং তারপর বলা হচ্ছে আরও ট্যাক্স দেয়ার জন্য। আমরা কেন সেই ট্যাক্স দেব? এটাতেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

Date:03-06-2016 Page: 01, Col: 1-6 Size: 82 Col*Inc

আয় সন্ধানী বাজেট

আবুল কাশেম ▷

বায়ের সঙ্গে আয়ের হিসাব মেলাতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত কাউকেই ছাড় দিলেন না। নতুন ভ্যাট আইন পুরোপুরি কার্যকর না করার কথা বললেও এর আওতা থেকে রেহাই মেলেনি কারো। লাশ ও রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্স ছাড়া সব ধরনের যানবাহনের ওপর ভ্যাট আরোপ করেছেন তিনি। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কারো মৃত্যুবিষয়ক বিজ্ঞাপন বাদে সব ধরনের ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনে ভ্যাট আরোপ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা তার কোনো সনদ হারিয়ে গেলে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা খুঁজতে যাওয়ার আগেও সরকারকে টাকা দিয়ে যেতে হবে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরতদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে বেতন ১৬ হাজার টাকা হলেই। মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়লেও করমুক্ত আয়সীমায় কোনো ছাড় দেননি অর্থমন্ত্রী। বরং ধনী-গরিবের বৈষম্য কমানোর কথা বলে ধনীদের ওপর সম্পদকর বাড়িয়েছেন। শিশুদের বিনোদনের সুযোগ বাড়াতে বেশ কিছু রাইডের আমদানি শুল্ক তুলে নিলেও ইংরেজি মাধ্যম ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট রেখে দিয়েছেন তিনি। সার্বিকভাবে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু না থাকলেও তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের করপোরেট কর ৩৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামানোর কথা বলেছেন মন্ত্রী।

চলতি অর্থবছরে দুই লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণাকালে অর্থমন্ত্রী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে এক লাখ ৭৬ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের হিসাব করেছিলেন। তবে আদায় কম হওয়ায় অর্থবছরের শেষ সময়ে সেখান থেকে লক্ষ্যমাত্রা ২৬ হাজার কোটি টাকা কমাতে হয়েছে তাঁকে। এ অবস্থার মধ্যে গতকাল জাতীয় সংসদে নিজের দশম এবং মহাজোট সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে তৃতীয়বারের মতো তিন লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাতে রাজস্ব বোর্ডকে দুই লাখ তিন হাজার ১৫২ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এনবিআর-বহির্ভূত খাতসহ আগামী অর্থবছরে (২০১৬-১৭) মোট দুই লাখ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের হিসাব করেছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, এটি আসলেই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা। তবে তা অর্জন করার মতো জনবল ও সক্ষমতা এনবিআরের রয়েছে। এত উচ্চাভিলাষী রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা সত্ত্বেও বাজেটে ঘাটতি থাকছে ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটাতে আরো বেশি সুদ গুনতে হবে অর্থমন্ত্রীকে।

কয়েক বছর ধরে ৭ শতাংশের উর্ধ্বে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের স্বপ্ন দেখালেও তা পূরণ হয়নি। অবশ্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

বেতন ১৬,০০০ টাকা
হলেই আয়কর রিটার্ন দাখিল
বাধ্যতামূলক

২০ লাখ টাকার
সম্পদধারীদের জন্য
রিটার্ন দাখিল ঐচ্ছিক

মেগা ৮ প্রকল্পে বরাদ্দ
১৮,৭২৭ কোটি টাকা

পোশাক খাতের
করপোরেট কর
৩৫% থেকে কমে ২০%

চাল আমদানিতে
বাড়ছে ১৫% শুল্ক

সাইবার ক্রাইম
ট্রাইব্যুনাল হবে

কোনো সুখবর নেই
বিনিয়োগকারীদের জন্য

ব্যবসায়ীরাই ঠিক করবেন পণ্যের দাম
সরকারের অনুমতি লাগবে না

একনজরে বাজেট

বাজেটের আকার বা ব্যয়
৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা
রাজস্ব আয়
২,৪২,৭৫২ কোটি
ঘাটতি
৯৭,৮৫৩ কোটি
জিডিপির প্রবৃদ্ধির আশা
৭.২%
মূল্যস্ফীতি
৫.৮%

কর হ্রাস
সিটি করপোরেশনের
বাইরে ভবন নির্মাণে

নতুন উৎসে কর
ইউনিট হবে

ভ্যাট আইন
পুরো কার্যকর
হচ্ছে না

বাড়ল না
করমুক্ত আয়সীমা

বাড়ছে
ধনীদের সম্পদ কর

অর্থপাচার রোধে
স্বতন্ত্র ইউনিট
করবে এনবিআর

চালু হবে
প্রবীণ সেবা কর্নার

ফ্রি পেনশন
থাকছে না সরকারি
চাকরিজীবীদের

আয় সন্ধানী বাজেট

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাটছাঁট করে ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে ৭-এর ঘর স্পর্শ করার কথা বলেন। সেই সুসংবাদ দিয়েই গতকাল সংসদে এবারের বাজেট বক্তৃতা শুরু করেন অর্থমন্ত্রী। নতুন অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জন করার কথা শোনালেন। কিন্তু এ জন্য যে বাড়তি বিনিয়োগ দরকার বেসরকারি খাতের কাছ থেকে, তাদের জন্য বাজেটে নতুন কোনো সুবিধা রাখলেন না। উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছতে হলে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। সে জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করে বাজেট বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কামনা করেছেন। জোর দিয়েছেন বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ওপর। বিপুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি ছাড়া ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পরের কথা, ৮ শতাংশ অর্জনই যে সম্ভব হবে না, তা সাফ স্বীকার করেছেন মুহিত।

'বর্তমানে জিডিপির অনুপাতে মোট বিনিয়োগ ২৯.৪ শতাংশ। কিন্তু মধ্যমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য এ পরিমাণ বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ গত কয়েক বছর ধরে জিডিপির ২১-২২ শতাংশের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। অথচ মধ্যমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ হার ২৭ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন', যোগ করেন মুহিত।

ব্যবসায় সহায়তা করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতের কর অব্যাহতির সীমা বছরে ৩০ লাখ টাকা টার্নওভার থেকে বাড়িয়ে ৩৬ লাখ করা হয়েছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার জন্য বিশেষ সুবিধার সীমা বাড়বে। নেই পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্যও তেমন কোনো সুখবর। শুধু মার্জিন ঋণ ও সুদ মওকুফজনিত সুবিধার করযোগ্যতা থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর আশা, 'ফটকাবাজির অবসান ও নির্মূলের ফলে বাজারটি এবার জেগে উঠবে।'

এবারের বাজেট বক্তৃতায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করা নিয়ে কথা বলেননি অর্থমন্ত্রী। বিনিয়োগ খরা প্রসঙ্গেও তেমন কিছু বলেননি। নির্ধারিত হারে জরিমানা দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার পুরনো প্রথাই বহাল রেখেছেন। তবে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ পাচার হচ্ছে, তা নানা উদ্যোগেও যে রোধ করা যাচ্ছে না সেটা কার্যত স্বীকার করেছেন তিনি। পাচার ঠেকানোর বাড়তি চেষ্টা হিসেবে এনবিআরে স্বতন্ত্র একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন তিনি। অর্থপাচার রোধে আবাসন খাতের মালিকরা এখাতে তা বিনিয়োগের সুযোগ চেয়েছিলেন। ২০ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠনেরও অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দেশের অন্যতম বৃহত্তম আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের এসব অনুরোধ রাখেননি অর্থমন্ত্রী। তিনি কেবল সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকার বাইরে ভবন নির্মাণে হ্রাসকৃত হারে কর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধান প্রতিবন্ধক এখন মনে হয় অনিশ্চিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা। বিশ্বে প্রায় ৫০-৬০টি দেশ আছে যাদের জনসংখ্যার চেয়ে আমাদের জেলা পর্যায়ের জনসংখ্যা বেশি। এ ঘনবসতির স্বল্প আয়তনের দেশে ক্ষমতার প্রতিসংক্রম ছাড়া কোনো উপায়েই উন্নয়ন উদ্যোগে এমন গতিশীলতা পাওয়া যাবে না, যাতে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে পৌঁছতে পারে। তাই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার গুণগত সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। এ শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।'

বিপুল পরিমাণ যুব কর্মশক্তিকে কাজে লাগানোর ওউপর গুরুত্ব দিয়ে মুহিত বলেন, 'অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ক্রমবর্ধিষ্ণু যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর এক মাহেন্দ্রক্ষণ আমাদের দ্বারপ্রান্তে। এ জন্য একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক কর্মযজ্ঞ শুরুর এখনই উপযুক্ত সময়।' যুবশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে আগামী অর্থবছরের শুরুর দিকেই মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল নামে একটি পৃথক তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

চলতি অর্থবছর মূল্যস্ফীতির কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা ছিল না। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দরপতনের কারণে বিভিন্ন পণ্যের দরপতন ঘটেছে। দেশেও ফসলের ভালো ফলন হয়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের মধ্যেই সীমিত থেকেছে অর্থবছরজুড়ে। আগামী অর্থবছরেও তেলের দাম না বাড়ার পূর্বাভাস থাকায় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৮ শতাংশ প্রস্তাব করেছেন মুহিত। অর্থনীতিবিদদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল থাকলেও দেশে যখন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ে, তখন মূল্যস্ফীতিও বাড়ে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ২০১৮ সালের আগে শিল্পে গ্যাস সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়—সরকারের এমন ঘোষণায় বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা নেমে আসাও মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে ভূমিকা রেখেছে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তব্যে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থবিরতা কেটে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে এক লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতিবছরই এডিপিতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে তা খরচ করতে পারেন না কর্মকর্তারা। এ অবস্থায় নতুন অর্থবছর থেকে প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজ আগেই সম্পন্ন করবে সরকার। এ কাজের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রকল্প পরিচালক (পিডি) থাকবেন। একজন কর্মকর্তা একই সঙ্গে একটি প্রকল্পেই পিডির দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্প প্রণয়নের সময়ই তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হবে। নতুন অর্থবছর গঠন করা হবে 'প্রকল্প পরিচালক পুল'।

ভ্যাট আইন আংশিক কার্যকর করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের রুষ্ট করলেও অন্যভাবে তাদের আবার তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এত দিন পণ্যের দাম নির্ধারণে সরকারের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হতো। অর্থাৎ, কোনো ব্যবসায়ী চাইলেই তার পণ্যের দাম যেমন খুশি তেমন নির্ধারণের সুযোগ পেত না। নতুন অর্থবছর থেকে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই নিজেদের পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে পারবে, এ ক্ষেত্রে সরকারের কোনো অনুমোদন নেওয়ার দরকার পড়বে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে মন্ত্রীর এ সিদ্ধান্তের খেসারত দেশের কম-বেশি সব মানুষকেই দিতে হবে। কারণ, ব্যবসায়ীরা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছায় পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে নির্ধারণ করতে পারবে। আর পণ্যের দাম যত বেশি হবে, সরকারের ভ্যাটও তত বাড়বে। 'এ ব্যবস্থাটিকে (মূল্য নির্ধারণে সরকারের অনুমোদন নেওয়া) সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্তির প্রস্তাব করছি। এতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ভবিষ্যতে কার্যকর করার পথটি প্রশস্ত হবে।'

তবে কৃষক যাতে ধানের মূল্য পায়, সে জন্য চাল আমদানির ওপর আরোপিত শুল্কহার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করায় ভোক্তাদের বেশি দামে চাল কিনতে হলেও কৃষকের লোকসান কমায় তা মেনে নেবেন ভোক্তারা।

রাজস্ব বাড়াতে গিয়ে এ বছর ভ্যাট আইন কার্যকর করা শুরু করার সময়ই জানিয়ে রাখলেন এক বছর পর থেকে নতুন আরেকটি আইন কার্যকর করবে সরকার। দেশের মানুষের কাছ থেকে কার্যকরভাবে আয়কর আদায় করার জন্য 'প্রত্যক্ষ কর আইন' ২০১৮ সালের জুলাইয়ে পাস করার কথা আগাম জানিয়ে রাখলেন অর্থমন্ত্রী।

সরকারি চাকরির একটিই মোহ, শেষ বয়সে মোটা অঙ্কের অর্থ মেলে পেনশনে। এই পেনশনে চাকরিজীবীর কাছ থেকে কোনো টাকা নেওয়া হয় না। পুরোটাই দেওয়া হয় সরকারি তহবিল থেকে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ ধরনের ফ্রি পেনশন সুবিধা রয়েছে। অর্থমন্ত্রী এবার সেখানেও সাশ্রয় করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ভবিষ্যতে যোগদানকারী সব সরকারি চাকরিজীবীর জন্য বিদ্যমান পেনশন পদ্ধতি পরিবর্তন করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পেনশন পদ্ধতি চালু করব।' অর্থাৎ পেনশনের জন্য চাকরিজীবীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে টাকা নেবে সরকার। তার সঙ্গে সরকারের তহবিল থেকে টাকা যোগ করে পেনশন দেওয়া হবে। এ ছাড়া পর্যায়ক্রমে আধাসরকারি ও ব্যক্তি খাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ও স্ব-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত কর্মজীবীসহ সব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে।

তিন লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করতে গতকাল অর্থমন্ত্রীকে ১১৮ পৃষ্ঠার একটি বই পড়তে হয়েছে। পড়া শুরুর পরপরই স্পিকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি বসেই শেষ করেছেন তাঁর বক্তব্য। এতে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার কথা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা, আর ১০টি বাজেট পেশ করার তাঁর দুর্লভ কৃতিত্বের কথা আছে। কিন্তু নেই কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের আয় ও শিক্ষার মান বাড়ানো, কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচির কথা। রাজস্ব আয় বাড়ানোর ব্যাপক আয়োজন রয়েছে এবারের বাজেট বক্তব্যে, তবে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার চাপ থেকে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের আকার প্রায় চার ট্রিলিয়ন ডলার। দেশটির চলতি বাজেটের বক্তব্য আর প্রাসঙ্গিক পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে ৯৩টি। যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী জর্জ ওসবোর্ন গত ১৬ মার্চ তাঁর বাজেট বক্তব্য শেষ করেছেন ১৬ পৃষ্ঠায়। সংক্ষিপ্ত এ বক্তব্যে তিনি ব্রিটেনের অর্থনীতির রূপরেখা তুলে ধরে বলেছেন, তাঁর বাজেটে পরবর্তী প্রজন্ম পাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ভারতের বাজেটের আকার ১৯ লাখ ৭৮ হাজার কোটি রুপি। ফেব্রুয়ারিতে দেশটির অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলির বাজেট বক্তব্য শেষ হয়েছে ৭৭ পৃষ্ঠায়। এর মধ্যেই উঠে এসেছে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার জন্য ৯০০ কোটি রুপির তহবিল গঠনের কথা, পাঁচ লাখ রুপির নিচে যাদের আয় তাদের এবং শহরে আবাসন সুবিধা নেই এমন বেসরকারি চাকুরেদের জন্য কর অব্যাহতির কথা। এসব বাজেট বক্তব্যে বাংলাদেশের বাজেট বক্তব্যের মতো কোনো স্তুতিবাক্য নেই, বড় বড় অঙ্ক আর সারণি নেই, ইতিহাস নেই, ভবিষ্যতের অসম্ভব স্বপ্ন নেই।

রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়্যারমান আব্দুল মজিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, বাজেট ক্রমন্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে। এ বছর রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অনেক উচ্চ। আগের বছরের চেয়ে বেশি। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের বাস্তব অর্জনের তুলনায়ও বেশি। কারণ এটি অর্জন করা সম্ভব হবে না। তবে অর্জনে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে কিছুটা করা সম্ভব হবে।'

আব্দুল মজিদ বলেন, রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধিতে কারদাতার সংখ্যা ও ট্যারিফ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে অর্থনীতি চালনার ওপর। কারণ অর্থনীতি চলমান বা গতিশীল না থাকলে অর্জন সম্ভব হবে না। অর্থনীতি চলমান থাকে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়, তবেই বর্ধিত রাজস্ব পাওয়া যেতে পারে। রাজস্ব বোর্ডের দক্ষতাকেও কাজে লাগিয়ে বর্ধিত রাজস্ব আসতে পারে। অর্থনীতি চলমান, বিনিয়োগ ও আদায়ে সচেষ্ট থাকলে রাজস্ব আদায়ে কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হবে। তবে পুরোপুরি অর্জিত হবে না।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেশি হলে ঘাটতির পরিমাণ কমে। তবে এডিপি ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজস্ব ব্যয়ের বড় অংশই ব্যয় হবে অনুন্নয় খাতে। কিন্তু উন্নয়ন খাতের মধ্যে শিক্ষা ও রেল যোগাযোগে বরাদ্দ ইতিবাচক মনে হচ্ছে।' তিনি বলেন, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় বাড়ানো হয়েছে, কোথাও আবার ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক রাজস্ব কিভাবে বাড়ানো যায়, সেই বিষয়টি দেখতে হবে। দীর্ঘদিন বিনিয়োগ থমকে আছে। বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাহলেই রাজস্ব আদায় বাড়বে। ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। সেই ব্যাংকে আবারও টাকা পাঠানো হচ্ছে। সেই জায়গাগুলোতে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

গতকাল বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সংসদে বাজেট বক্তৃতা শুরু করেন। তার আগে সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ বৈঠকে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। বাজেট উপস্থাপনের আগে সরকারের সাফল্যচিত্র তুলে ধরে সাত মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। তাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাফল্যচিত্র তুলে ধরা হয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১১৮ পৃষ্ঠার বাজেট বক্তৃতার কিছু অংশ বসে পড়ে শোনান অর্থমন্ত্রী। বাকি অংশ পঠিত বলে গণ্য করেন স্পিকার। বাজেট বক্তৃতা শেষে অর্থমন্ত্রী অর্থ বিল ২০১৬ সংসদে উত্থাপন করেন। সরকারের আর্থিক প্রস্তাবাবলি কার্যকরণ এবং কতিপয় আইন সংশোধনের লক্ষ্যে বিলটি উত্থাপন করা হয়। বিলটি আগামী ৩০ জুন পাস হবে।

একনজরে প্রস্তাবিত বাজেট

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য তিন লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী। এটি জিডিপির ১৭.৪ শতাংশ। এর মধ্যে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে দুই লাখ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। এই আয়ের মধ্য থেকে দুই লাখ তিন হাজার ১৫২ কোটি টাকা আসবে এনবিআরের আওতাভুক্ত ভ্যাট, আয়কর ও শুল্কব্যবস্থা থেকে। সরকারের বিভিন্ন সেবা ও প্রশাসনিক ফি থেকে ৩২ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা এবং এনবিআর-বহির্ভূত করব্যবস্থা থেকে সাত হাজার ২৫০ কোটি টাকা আদায় করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

ব্যয়ের মধ্যে অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এক লাখ ৮৮ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা। আর উন্নয়ন খাতে ব্যয় হবে এক লাখ ১৭ হাজার ২৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় ধরা হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

নতুন অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি থাকছে ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক উৎস থেকে ৩৬ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা, ব্যাংক থেকে ৩৮ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা ও সঞ্চয়পত্র থেকে ১৯ হাজার ৬১০ কোটি টাকা ঋণ নেবে সরকার।

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদন

চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ছিল দুই লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা। সেখান থেকে সংশোধন করে তা দুই লাখ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। সংশোধনকালে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা দুই লাখ আট হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা থেকে নামিয়ে এক লাখ ৭৭ হাজার ৪০০ কোটিতে আনা হয়েছে। এনবিআরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এক লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে দেড় লাখ কোটিতে। এডিপির বরাদ্দ ৯৭ হাজার কোটি টাকা থেকে ৯১ হাজার কোটিতে, অনুন্নয়ন ব্যয় এক লাখ ৮৪ হাজার ৫৫৯ কোটি থেকে এক লাখ ৬৩ হাজার ৭৫১ কোটি এবং বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৮৭ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

মানবজমিন
Date:03-06-2016 Page 01, Col 1-2 Size: 18 Col*Inc

‘অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ’

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থমন্ত্রী সমতার বাজেট উল্লেখ করলেও সমতার জন্য কোন কোন খাত তা বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি *পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১*

‘অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ’

প্রথম পৃষ্ঠার পর বলে মনে করেন তারা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, বাস্তবতা এড়িয়ে বাজেটে অনেক অঙ্কই বড় করে দেখানো হচ্ছে। আবার নতুন মূসক আইন কার্যকর হলেও আগামী বাজেটের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার কোনো কারণ দেখছেন না তিনি। ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত নতুন বাজেটের অর্থায়নকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি। পরিবহন খাতে বরাদ্দ বেশি উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবহন খাত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে জনকল্যাণমূলক খাত। এগুলোতে বরাদ্দ কমানো ঠিক নয়। তিনি বলেন, বেশির ভাগ ভালো কর্মসূচির অর্থই খরচ হয় না প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে। ঘোষণা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে না পারলে বাজেটের অঙ্কের প্রতি মানুষের বিশ্বস্ততা কমে যাবে বলেও মনে করেন মির্জ্জা আজিজ।

বৈসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নে যে কৌশল ধরা হয়েছে তা সংশয়পূর্ণ। তিনি বলেন, দুই শতাংশ বাড়তি আয় ও বাড়তি ব্যয় কোথায় হবে তা স্পষ্ট নয়। দেবপ্রিয় বলেন, যে কৌশলে এটি বাস্তবায়িত হবে এবং সেই কৌশলকে কার্যকর করার জন্য, দক্ষতার সঙ্গে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দরকার পড়ে, সেগুলোর ব্যাপারে উনার (অর্থমন্ত্রী) চিন্তাভাবনার যেটুকু দরকার সেখানে আমরা সংশয় প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে যে দুরবস্থা চলছে, যারা টাকা নিয়ে আমাদের টাকা শোধ দিল না, তাদের সেই লাভের টাকা পূরণ করার জন্য এখন ট্যাক্সের টাকা লোকসানে যেতে হবে। এবং তারপর আমাকে বলা হচ্ছে আরো ট্যাক্স দেয়ার জন্য। আমরা কেন সেই ট্যাক্স দেব? যারা টাকা দিয়েছে এবং যারা টাকা ফেরত দিল না ব্যাংকের। তার টাকা পূরণ করার জন্য কেন আমরা বাড়তি ট্যাক্স দেব? এটাতেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে।

ভ্যাট নিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ভ্যাট আইন কার্যকরের জন্য এক বছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি সঠিক হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আর এটার জন্য সরকার প্রস্তুত না ব্যবসায়ীরাও প্রস্তুত নয়। তবে সরকার এক বছরে স্থগিত করেছে। শুধু স্থগিত করলেই হবে না। এর সফল যেন সবাই পায় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে এই আইনে।

এদিকে, অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান বলেছেন, বাস্তবতার ভিত্তিতে বড় বাজেট সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বাস্তবায়ন করাটাই হবে বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বরাবরের মতো অপ্রদর্শিত আয় নিয়ে একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। কখনোই এটা নিয়ে স্পষ্ট করা হচ্ছে না। তার মতে, যে টাকাটা বৈধ পথে অর্জন হয়েছে, তা কোনো না কোনোভাবে অডিট প্রতিবেদনে বাদ পড়ে গেছে। সেটা মূল অর্থনীতিতে আনতে পারলেই অর্থনীতি গতিশীল হতো। কিন্তু সেটা আনা যাচ্ছে না।

নয়া দিগন্ত
Date: 03-06-2016 Page 16 Col 5 Size: 10 Col*Inc

বাজেট প্রতিক্রিয়া

বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ আছে : ড. দেবপ্রিয়

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা ও উপস্থানে দেখে প্রতীয়মান হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি বেশ ভালো অবহিত আছেন এবং আমরাও তার সাথে সহমত পোষণ করছি। অর্থনীতির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আমরা একমত; এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য যেসব দিকনির্দেশনার কথা বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে, সেগুলোর সাথেও একমত। যে ■ *৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে*

বাজেট বাস্তবায়ন

শেষ পৃষ্ঠার পর

পদ্ধতিতে তিনি এসব সমস্যা সমাধান করবেন বলে উল্লেখ করেছেন তাতেও আমাদের সহমত রয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে অর্থনীতির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পরে যেসব নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়নের কৌশল এবং সক্ষমতা নিয়ে। যে কৌশলের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হবে সে কৌশলকে কার্যকর করার জন্য সক্ষমতা নিয়েও আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

ড. ভট্টাচার্য বলেন, বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী নীতি সমর্থনের জন্য কিছু বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। কিছু দিন আগে সিপিডির পক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম দেশে প্রবৃদ্ধি হলেও উৎপাদনশীলতায় পতন ঘটেছে। সে উৎপাদনশীলতাকে বাড়ানোর জন্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে চিন্তার প্রতিফলন বাজাটে ঘটেছে সেটি শুভ বুদ্ধির প্রতিফলন বলে আমি মনে করি। সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, তবে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে সক্ষমতা দরকার সেটা অর্জন নিয়ে আমরা সন্দিহান।

তিনি বলেন, গত দুই বছরে জিডিপির হার হিসাবে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের পতন ঘটেছে। তাহলে আগামী বছর ব্যক্তি খাত থেকে কিভাবে বাড়তি অর্থ আসবে সেটি এখন বড় বিবেচ্য বিষয়। আমরা হিসাব করে বলছি ১ থেকে দেড় শতাংশ জিডিপির অংশ হিসাবে যদি ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহলে বাড়তি ৮০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ দরকার পড়বে। এই ৮০ হাজার কোটি টাকা কিভাবে, কেমন করে, কোন খাতে এবং কী মূল্যে ব্যবস্থা করা হবে সেটার সার্বিক পরিকল্পনা আমরা দেখতে চাই। এর জন্য পুঁজিবাজার থেকে কত আসবে, ব্যাংকিং খাত থেকে কত আসবে অথবা উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে কত আসবে সেটি লক্ষ্যণীয় বিষয়।